শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

বিষয়: স্থানীয় সরকার বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ৩য় ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সিনিয়র সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার তারিখ ও সময়	:	২৯/০৩/২০২১ (সোমবার), সকাল ১১:০০ মিঃ
সভার স্থান	:	জুম প্ল্যাটফর্ম

সভার আলোচনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য হলো-দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। আর এ সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের যারা সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিবৃন্দ আছেন তারা যাতে সকলকে সাথে নিয়ে জনগণের সেবা করার এবং জনগণের উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করি। একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের সরকারি অফিস, জনপ্রতিনিধিদের অফিসগুলো যাতে জনবান্ধব হয়। আমাদের চাকুরির উদ্দেশ্য হলো-জনগণের সেবা করা, যারা এদেশকে নিয়েই চিন্তা করে, যাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে আমাদের সংসার চলে, বেতন-ভাতা হয়, তাদের জন্য আমাদের সমস্ত অফিস -আদালত, সমস্ত কার্যক্রম, সমস্ত আইন-কানুন। সবগুলো হলো এদেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য-এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। এই উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে-এ কৌশল হলো-জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল। এই কৌশলটি কিভাবে আমরা একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারি এর জন্য আমরা মাঝে মধ্যে বসে থাকি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কর্মকৌশলগুলো/পরিকল্পনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা ওয়াসা গঠন করেছি। ওয়াসার মূল উদ্দেশ্য হলো-জনগণের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্ট্রারের মূল উদ্দেশ্য হলো-যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের জন্ম নিবন্ধন ও যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের মৃত্যু নিবন্ধন করা। এলজিইডি রয়েছে-ব্রীজ, কালভার্ট হতে শুরু করে গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ডেভেলপড করা। কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ও একটি ভালো জনবান্ধব অফিস করার জন্য আমাদের সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান (ইউপি, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন) সমূহের নিজস্ব কিছু কর্মপরিকল্পনা রয়েছে-যা জনগণের উপকারের জন্য। আমরা যদি প্রতিদিন সকাল ৯ টায় অফিসে আসি এবং আমাদের উদ্দেশ্যে আসা সেবা গ্রহীতাগণকে যদি আমরা কাঙ্খিত সেবা প্রদান করি, তাহলেই আমাদের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন হবে। আর আমাদের যারা সেবা প্রত্যাশী তাদের জন্য যাতে গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। গণশুনানী করা গেলে অসুবিধাসমূহের বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। এক্ষেত্রে একটি এলাকায় যদি ১ লক্ষ লোক থাকে তার মধ্যে প্রতিদিন হয়তো ৫ জন অথবা ১০ জন লোক আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। আমরা চেষ্টা করবো সহযোগিতা না করতে পারলেও অন্তত: ভাল পরামর্শ দিয়ে বিদায় দেয়ার চেষ্টা করবো। অনেক সময় সেটাও আমরা ঠিকমতো করি না। আসুন আমরা সকলে মিলে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করি।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব দীপক চক্রবর্ত্তী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভার আলোচ্যসূচি ও বিগত ২য় ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ (Confirmed) করা হয়। জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম, উপসচিব (প্রশাসন-২) ও শুদ্ধাচার বিষয়ক বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, সুশাসনের জবাবদিহিমূলক উপকরণসমূহ বাস্তবায়নে এ বিভাগের যেসকল গৃহীত ব্যবস্থা রয়েছে-তার মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্যতম। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে আপলোড করা হয়েছে। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভা ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়ে থাকে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর সূচক নিয়ে যে অস্পষ্টতা ছিল তা নিরসন করা হয়েছে। তিনি সুশাসন বাস্তবায়নে এপিএ, শুদ্ধাচার, জিআরএস, তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি নিয়ে একটি পৃথক অধিশাখা/সেল গঠনের প্রস্তাব করেন।

০৩। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি, অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। জনাব মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, যুগ্মসচিব (পলিসি সাপোর্ট) জানান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় জানুয়ারি/২১ হতে মার্চ/২১ পর্যন্ত অনলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অনলাইনে অভিযোগ না পাওয়ার কারণ হিসেবে সাধারণ জনগণের অসচেতনতা ও অনীহা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণসহ সাধারণ জনগণকে ভিত্তিমূলক অভিযোগ দাখিলের জন্য Message দেয়া যেতে পারে মর্মে জানান। আর অনলাইনে যেসকল অভিযোগ পাওয়া যায় সেগুলো অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার

(অনিক) নিকট সরাসরি প্রেরণ করা হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইড-লাইন অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে প্রায়শই দেখা যায়, প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান, সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত এপিএ সভায় অনলাইন, অফলাইন ও ই-মেইলে প্রাপ্ত অভিযোগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরাসরি অনিক-এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, এ বিভাগে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল না করার একটি কারণ হতে পারে যে, অভিযোগকারী পূর্বে আবেদন করে কোন প্রতিকার পাননি। তিনি অনলাইন, অফলাইন ও ই-মেইলে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিকারের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধান ও এ বিভাগের অনুবিভাগ, অধিশাখা অথবা শাখা প্রধানদের নিকট হতে মতামত আহবান করেন।

০৪। জনাব দীপক চক্রবর্ত্তী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, অভিযোগকারীকে জানতে হবে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগে অনলাইনে অভিযোগ করা যায়। বিষয়টি Popularize করা হলে অধিক কার্যকর হতে পারে মর্মে তিনি জানান। এছাড়াও অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়েও কাজ করতে হবে। জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী, অতিরিক্ত সচিব (ইউপি অধিশাখা) জানান, সিটিজেন চার্টার সেবাদান অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার বিভাগ যে সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে সেই সেবা সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ অনিক-এর নিকট প্রেরণ করা হবে নাকি প্রাপ্ত সকল অভিযোগ অনিক-এর নিকট প্রেরণ করা হবে? উত্তরে জনাব দীপক চক্রবর্ত্তী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, সকল অভিযোগ অনিক-এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে জনাব মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, যুগ্মসচিব (পলিসি সাপোর্ট) জানান, অভিযোগ নিষ্পত্তি না করতে পারলে এপিএ-র ৪ নম্বর কমে যাবে।

০৫। জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম, অতিরিক্ত সচিব (পাস) জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে প্রায়শই WhatsApp, IMO, Messenger এ অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ Formalize করার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের নিকট একটি ফরওয়ার্ডিংসহ প্রেরণ করা হয়। তবে বিষয়টি Formalize করা যায় কী না সে বিষয়ে তিনি সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা চান।

০৬। পরবর্তীতে জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-১) এ বিভাগের এপিএ-র অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। তিনি জানান, এপিএ যথাযথ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী, অতিরিক্ত সচিব (ইউপি অধিশাখা) সিটিজেন চার্টার বিষয়ে জানান, সিটিজেন চার্টার-কে সুসংহত করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাকে সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সভার মাধ্যমে সেবা প্রদান, মনিটরিং ও হালনাগাদ রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ই-নথি বিষয়ে জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান, অতি শীঘ্র ই-নথির প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। ই-নথির মাধ্যমে যাতে শতভাগ নথি নিষ্পত্তি করা যায় সে বিষয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। এপিএ-তে ই-নথি বিষয়ে ৩ নম্বর রয়েছে। জনাব মেজবাহ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ইনোভেশন বিষয়ে জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে স্থানীয় সরকার বিভাগের অস্পষ্টতা নিয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে স্পষ্টীকরণ সভা আয়োজন করে অগ্রগতি তুলে ধরা হবে। পরবর্তীতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী দপ্তর/সংস্থা প্রধান ও প্রতিনিধিগণ তাঁদের স্ব স্ব অবস্থা, অর্জন ও চ্যালেঞ্জের বিষয়সমূহ আলোচনা করেন। জনাব মোঃ এরশাদুল হক, যুগ্মসচিব ও শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে ও মাইন্ডসেট এর পরিবর্তন ঘটিয়ে কাজ করার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধান ও প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ জানান।

০৭। **সভার সিদ্ধান্ত:**

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। এছাড়া অভিযোগের Merit থাকতে হবে। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ফরওয়ার্ডিং আকারে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের নিকট প্রেরণপূর্বক Formalize করা যেতে পারে; [বাস্তবায়নে: অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা প্রধান (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ]

৭.২ সুশাসন বাস্তবায়নে এপিএ, শুদ্ধাচার, জিআরএস, তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি নিয়ে একটি পৃথক অধিশাখা/সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; [বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ]

৭.৩ তথ্য অধিকার আইন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সিটিজেন চার্টার, ইনোভেশন ইত্যাদি বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; [বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান] এবং

৭.৪ ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নে তৎপরতা বাড়াতে হবে। [বাস্তবায়নে: অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা প্রধান (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান]

০৮। পরিশেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২২.০৪.২০২১
হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

নং-৪৬.০০.০০০০.০৩৮.০১৬.০০১.২০২০- ৪৬৭

তারিখ: ০৯ বৈশাখ ১৪২৮ / ২২ এপ্রিল ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২. অতিরিক্ত সচিব/মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৩. যুগ্মসচিব/পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৪. উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৫. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৭. সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সকল)।
৮. সহকারী মেনটেইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৩. রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ঢাকা।
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা।
৬. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মশক নিবারণী দপ্তর, ঢাকা।

22/04/2021

মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৫৫৭৬
lgadmin2@lgd.gov.bd